যায়যায়দিন

তারিখ ... 02 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জাবিতে জরুরি অবস্থার মধ্যে ১৪ মামলা দুই শতাধিক শিক্ষার্থী আসামি

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থার মধ্যে গত এক বছরে মামলা হয়েছে ১৪টি। আসামি হয়েছেন প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। মামলাগুলোর মধ্যে পুলিশ তিনটি, হল প্রশাসন একটি এবং বাকিগুলো ছাত্র সংগঠনগুলোর পরস্পরের বিরুদ্ধে দায়ের করা। এ কারণে ক্যাম্পাসে বা বাড়িতে ফিরতে পারছেন না অনেক শিক্ষার্থী। সাভার ও আশুলিয়া থানায় করা ১৪টি মামলাতেই হত্যা চেষ্টা, গুরুতর জখম, সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ, ভাংচুরের অভিযোগ আনা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি মামলার নিষ্পত্তি হলেও সচল রয়েছে চারটি।

৯ জানুয়ারি ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ চারটি মামলা হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ ছাত্রদলের প্রায় ৪০ জন ও ছাত্রলীগ কর্মী সাম্য প্রায় ৩৪ জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেন। ছাত্রদল নেতা লিংকন পান্টা ছাত্রলীগের প্রায় ৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। দুই দিন পর ছাত্রলীগ যুগ্ম সম্পাদক পুলক ছাত্রদলের প্রায় ৪২ জনের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা করেন।

জরুরি অবস্থায় প্রথম মামলা করা হয় গত বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। ওই সময় ভাসানী হলে সরকারি সম্পত্তি ভাংচুরের অভিযোগে ছাত্রলীগের ১০-১২ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করে হল প্রশাসন।

১৪ মে ছাত্রলীগের চিশতি ও মাহফুজ গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে দুই গ্রুপই পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা করে। এরপর ছাত্রলীগ নেতা দুলালকে মারধরের অভিযোগে ছাত্রলীগ সভাপতি ছাত্রদলের ১০-১৫ জনের নামে একটি মামলা করেন। জুনে ডাইনিং কুপন মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনকালে ছাত্রদলের মারধরের শিকার হলে মামলা করেন ছাত্রফ্রন্ট নেতা দেলোয়ার হুসেন। এতে ছয় নেতাকর্মী আসামি হলে ছাত্রদলও ছাত্রফ্রন্টের চারজনের নামে মামলা করে। জুলাইয়ে বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রলীগের ওপর হামলার অভিযোগে ছাত্রলীগ কর্মী শামীম ছাত্রদলের ১২ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরে প্রশাসনের মধ্যস্থতায় মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হয়।

এছাড়া গত বছর ২২ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভের কারণে জাবির দেড় হাজার শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে সাভার ও আশুলিয়া থানা পুলিশ। হল ছাড়ার নির্দেশ সত্ত্বেও হলে অবস্থানের কারণে একটি মামলা হয় দুই শিক্ষার্থীর নামে। তিনটি মামলাই পরে সরকার তুলে নেয়।

বর্তমান চারটি মামলায় ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। পুলিশ শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এ কারণে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ফিরতে পারছেন না। এদিকে মামলাগুলো তুলে না নেয়ায় ছাত্রদলের বাধায় ক্যাম্পাসে ফিরতে পারছেন না সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ছাত্রলীগের বিশাল একটি অংশ। তবে বর্তমানে উভয় পক্ষই মীমাংসা করতে ইচ্ছুক বলে একটি সূত্র জানায়।

এ বিষয়ে প্রক্টর সৈয়দ কামরুল আহছান বলেন, বাদী-বিবাদী সমঝোতা করে এলে প্রক্টর অফিস অঙ্গীকারনামা থানায় রেফার্ড করে। এছাড়া ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই বলে তিনি জানান।